চার ইমাম:

ফিকহে ইসলামির চার নক্ষত্র

বই | চার ইমাম : ফিকহে ইসলামির চার নক্ষত্র
মূল | আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-মাকদিসি
অনুবাদক | আব্দুল্লাহ ইউসুফ
প্রকাশক | রফিকুল ইসলাম

চার ইমাম:
ফিকহে ইসলামির
চার নক্ষত্র

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-মাকদিসি

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

চার ইমাম : ফিকহে ইসলামির চার নক্ষত্র

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-মাকদিসি

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি / অক্টোবর ২০২২ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ১৮৭ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhamapublication.com

সূচিপত্র

ভূমিকা : চার ইমামের অবদান ও শ্রেষ্ঠত্ব

- ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত ﵀ | ০৯
- ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মালিক বিন আনাস ﵀ | ৩৫
- ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরিস শাফিয়ি ﵀ | ৬১
- ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল ﵀ | ৮৯

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

চার ইমামের অবদান ও শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তাআলা চাইলে সৃষ্টিজীবের মধ্য থেকে তাঁর পছন্দমতো বিশেষভাবে কাউকে নির্বাচন করেন। তিনি যা ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। চাইলে কাউকে সম্মানিত করতে পারেন। আবার ইচ্ছে হলে অসম্মানিতও করেন। যাকে ইচ্ছা শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দেন। তাইতো আদম ﷺ এবং তাঁর বংশকুলকে পুরো জগতের সকল সৃষ্টিজীবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতঃপর পুরো মানবজাতির মধ্য থেকে নবি ও রাসুলদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সকল নবিদের মধ্যে মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-কে বিশেষভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এবং তাঁর জন্য এমন কিছু সঙ্গী-সাথি নির্বাচন করেছেন, যাঁদেরকে সকল মুমিনের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্য হতেই খলিফা নির্বাচন করেছেন। তাঁদের পর মুমিনদের মধ্য থেকে একটি শ্রেণিকে আল্লাহ তাআলা অন্য সবার থেকে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন উম্মতে মুহাম্মাদির আলোকবর্তিকা এবং জাতির রাহবার চার ইমাম। ইমাম আবু হানিফা ﷺ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ, ইমাম শাফিয়ি ﷺ এবং ইমাম মালিক ﷺ। তাদের ফতোয়া এবং শরয়ি মতামতগুলো পুরো মুসলিম জাহানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যাবতীয় বিষয়ের শরয়ি সমাধানের ক্ষেত্রে (কুরআন-সুন্নাহর আলোকে) তাদের গবেষণাকে সকল মানুষ একযোগে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাদের আলোচনা দেশ-দেশান্তরে, শহরে-বন্দরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের ইলম ও গবেষণা সূর্যের আলোর ন্যায় দিগ্‌দিগন্তে পৌঁছে গিয়েছে। এসব কেবলই সেই মহান সত্তার ইশারা, যিনি সকল কিছুর গোপনীয়তা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল। আল্লাহর সৃষ্টিজীবের মাঝে এমন কিছু বিশেষ ব্যক্তি রয়েছেন, যাদের তিনি ইলমের সিফাত দ্বারা বিশেষায়িত করেছেন এবং তাদের জন্য বিশাল জ্ঞানভান্ডার নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাঁর কাছে তো সবকিছুরই নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। তাইতো তাদের অবদান ও

শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করার তাওফিক পেলাম। তাদের অবদান, শ্রেষ্ঠত্ব ও জীবনচরিত সম্পর্কে জানার দ্বারা আশা করি পাঠকহৃদয়ে তাদের প্রতি মর্যাদাবোধ আরও উঁচু হবে এবং আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত হাসিলের লক্ষ্যে তাদের অনুসরণের জন্য বক্ষ উন্মোচিত হবে। তা ছাড়া সালিহিনদের আলোচনা করলে আল্লাহর রহমতের বারিধারা নাজিল হয়।

প্রত্যেকের সময়কাল ও যুগের ধারাবাহিকতার আলোকে আলোচনার ক্রমবিন্যাস রক্ষা করা হয়েছে। যার আগমনের সময়কাল প্রথমে, তার আলোচনা প্রথমে করা হয়েছে, অতঃপর ধারাবাহিকভাবে পরবর্তীদের আলোচনা স্থান পেয়েছে। আমরা এ কাজ একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই করেছি। তাই পুরো কাজকে নেক আমল হিসেবে কবুল করার দায়িত্ব তাঁরই। আমাদের জন্য কেবল তিনিই যথেষ্ট। তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

ইমাম আবু হানিফা

নুমান বিন সাবিত আত-তামিমি আল-কুফি ﵀

مناقب الأئمة الأربعة

তার কাছ থেকে যারা হাদিস বর্ণনা করেছেন

ইমাম আবু হানিফা ﵀-এর কাছ থেকেও বহু সংখ্যক হাফিজে হাদিস ও ফকিহ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন :

বীরশ্রেষ্ঠ মুজাহিদ ও দুনিয়াবিরাগীদের আদর্শ শাইখুল ইসলাম হাফিজ আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন মুবারক আল-হানজালি আল-মারওয়াজি ﵀।

আবু মুহাম্মাদ সুলাইমান বিন মিহরান আল-আসাদি আল-কুফি আল-আমাশ ﵀। তিনি আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের চেয়েও অধিক জ্ঞানী ছিলেন।

শাইখুল ইসলাম ওয়া শাইখুল হারাম আবু আলি ফুজাইল বিন ইয়াজ আত-তামিমি আল-ইয়ারবুয়ি আল-মারওয়াজি ﵀। তিনি অত্যন্ত আল্লাহভীরু ও বিনয়ী ছিলেন।

আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইবরাহিম আল-আনসারি আল-কুফি ﵀। তিনি ইরাকের ফকিহ ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি ইমাম আহমাদ ﵀-এরও উসতাজ ছিলেন।

ইয়াহইয়া বিন মায়িন ﵀। তিনি ইমাম আবু হানিফা ﵀-এর বিশেষ ছাত্র ছিলেন।

বিশিষ্ট ফকিহ আবুল হুজাইল জুফার বিন আল-হুজাইল আল-আনবারি আল-বাসরি ﵀।

ইরাকি ফকিহ কাজি আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ﵀। তিনি ইমাম শাফিয়ি ﵀-এর শিক্ষক ছিলেন।

ইমাম আবু আমর ইসা বিন ইউনুস আল-কুফি ﵀।

আলিমকুলের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আরব উপদ্বীপের বিশিষ্ট শাইখ হাফিজ আবু মাসউদ আল-মুআফা বিন ইমরান আল-আজদি আল-মাওসিলি ﵀।

ইমাম আবু আসিম আদ-দাহহাক বিন মাখলাদ আশ-শাইবানি আল-বাসরি ﵀। তিনি ইমাম বুখারি ﵀-এর অন্যতম শাইখ ছিলেন।

হাফিজ আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম আস-সানআনি ﵀। তিনি ইমাম আহমাদ, ইসহাক, ইবনুল মাদিনি ও ইবনে মায়িন ﵀-এর শাইখ ছিলেন।

আবু নুআইম আল-ফাজল বিন দুকাইন আল-কুফি আল-মুলায়ি আত-তাজির ﵀। তিনি ইমাম আহমাদ ও ইমাম বুখারি ﵀-এর উসতাজ ছিলেন।

শাইখুল ইসলাম আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ আল-ফাজারি আল-কুফি ﵀।

বিশিষ্ট ফকিহ, ইরাকের অন্যতম মুহাদ্দিস আবু সুফইয়ান ওয়াকি ইবনুল জাররাহ আর-রুয়াসি আল-কুফি ﵀। তিনি ইমাম আহমাদ, ইসহাক, ইবনুল মাদিনি ও ইবনে মায়িন ﵀-এর উসতাজ ছিলেন।

শাইখুল ইসলাম আবু খালিদ ইয়াজিদ বিন হারুন আল-ওয়াসিতি ﵀। তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀-এর শাইখদের একজন ছিলেন।

হাফিজ আবু মুআবিয়া হুশাইম বিন বাশির আল-ওয়াসিতি ﵀। তিনি বাগদাদের বাসিন্দা ছিলেন এবং ইমাম আহমাদের উসতাজ ছিলেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু হামজা মুহাম্মাদ বিন মাইমুন আস-সুক্কারি আল-মারওয়াজি ﵀। তিনি খোরাসানের শাইখ ছিলেন।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আনসারি ﵀। তিনি বসরার কাজি ছিলেন এবং ইমাম আহমাদ ও ইমাম বুখারি ﵀-এর উসতাজ ছিলেন।

ইমাম আবু উমারাহ হামজা বিন হাবিব বিন উমারাহ আজ-জাইয়াত আল-কুফি ﵀। তিনি সাত কিরাআতের একজন ইমাম ছিলেন।

বিশিষ্ট ফকিহ আবু সুলাইমান দাউদ বিন নাসর আত-তায়ি ﵀।

আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিন বা সুপ্রসিদ্ধ চার ইমামের মধ্যে আলোচনায় যিনি সবার শীর্ষে স্থান পেয়েছেন, যিনি জন্মকালের ধারাবাহিকতায় সবার প্রথমে, তিনি হলেন ইমাম আবু হানিফা[১] নুমান বিন সাবিত আত-তাইমি আল-কুফি ﵀।

যাদের থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন

তিনি অসংখ্য সাহাবি ﵃-এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। রাসুল ﷺ-এর খাদিম ও একনিষ্ঠ সঙ্গী আনাস বিন মালিক ﵁[২] যখন কুফায় আগমন করেছেন, ইমাম আবু হানিফা ﵀ তখন তাঁকে বহুবার দেখেছেন। বড় বড় অনেক তাবিয়ি ﵀-এর থেকে তিনি বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন :

ইবনে আব্বাস ﵄-এর ছাত্র এবং মক্কার মুফতি ও মুহাদ্দিস আতা বিন আবু রাবাহ ﵀।

বিদগ্ধ তাবিয়ি আমির বিন শারাহিল আল-হামাদানি আশ-শাবি আল-কুফি ﵀।

বিশিষ্ট হাফিজ আবু ইসহাক আমর বিন আব্দুল্লাহ আস-সাবিয়ি আল-কুফি ﵀।

হাফিজ ও ফকিহ হাকাম বিন উতাইবা আল-কুফি ﵀। ইমামুল ফকিহ হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান আবু ইসমাইল আল-কুফি ﵀।

হাফিজ ও মুফাসসির আবুল খাত্তাব কাতাদাহ বিন দাআমাহ আস-সাদুসি আল-বাসরি ﵀।

১. তবাকাতু ইবনি সাদ : ৬/৩৬৮, ৭/৩২২; তারিখুদ দাওরি : ২/৬০৭।

২. মুয়াফফিক বিন আহমাদ আল-মাক্কি 'মানাকিবু আবি হানিফা' নামক গ্রন্থে (১/২৭) আবু হানিফা ﵀-এর সনদে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি আনাস বিন মালিক ﵁-কে মসজিদে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি।'

আবু জাফর আল-বাকির মুহাম্মাদ বিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি বিন আবু তালিব আল-হাশিমি আল-আলাবি আল-মাদানি ﵀। তিনি ছিলেন তার সময়কার বনি হাশিম গোত্রের সর্দার।

আরও রয়েছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির আল-কুরাশি আত-তাইমি আল-মাদানি ﵀। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ একজন আলিম।

(আরও রয়েছেন) সাইয়িদুল হুফফাজ শব্দ ও অর্থ বিশারদ আবু বকর মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন শিহাব আল-কুরাশি আজ-জুহরি আল-মাদানি ﵀।

আবু আব্দুল্লাহ ইকরামা ﵀। তিনি ইবনে আব্বাস আল-মাদানি ﵁-এর মুক্তদাস ছিলেন, তাবিয়িদের মধ্যে অন্যতম আলিম ইমামুল মুফাসসির হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

আবু আব্দুল্লাহ নাফি ﵀। তিনি ইবনে উমর আল-মাদানি ﵁-এর মুক্তদাস ছিলেন এবং বিশিষ্ট হাফিজে হাদিস ছিলেন।

আবু সাইদ ইয়াহইয়া বিন সাইদ আল-আনসারি আল-বুখারি আল-মাদানি। তিনি মদিনার বিচারক ছিলেন এবং আনাস বিন মালিক ﵁-এর ছাত্র ছিলেন।

সালামাহ বিন কুহাইল আল-হাদরামি আল-কুফি ﵀। তিনি রাসুল ﷺ-এর সাহাবি আবু জুহাইফা ﵁-এর ছাত্র ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি কুফার বিশ্বস্ত, মেধাবী, দক্ষ ও বিদগ্ধ আলিম ছিলেন।

এরা ছাড়াও আরও বহু তাবিয়ির কাছ থেকে ইমাম আবু হানিফা ﵀ হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৩]

৩. তাহজিবুল কামাল : ২৯/৪১৮, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৬/৩৯১।

এরা ছাড়াও ইমাম আজম আবু হানিফা ﵀-এর কাছ থেকে অনেক ফকিহ ও হাফিজে হাদিসগণ[৪] হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তার সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের অভিমত

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদরিস শাফিয়ি ﵀ বলেন, 'যে ব্যক্তি ফিকহে পাণ্ডিত্য ও গভীরতা অর্জন করতে চায়, তাকে অবশ্যই ইমাম আবু হানিফা ﵀-এর দ্বারস্থ হতে হবে।'[৫]

আবু ওয়াহাব ﵀ বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ বিন মুবারককে বলতে শুনেছি, "আমি সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী, আল্লাহভীরু, সর্বাধিক জ্ঞানী ও ফকিহ ব্যক্তিকে দেখেছি। সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী হলেন আব্দুল আজিজ বিন আবু রাওয়াদ। সর্বাধিক আল্লাহভীরু হলেন ফুজাইল বিন ইয়াজ। সবচেয়ে জ্ঞানী হলেন সুফইয়ান সাওরি এবং সর্বাধিক জ্ঞানী ফিকহবিদ হলেন আবু হানিফা।" অতঃপর তিনি বলেন, "ফিকহের অঙ্গনে তার কোনো তুলনা খুঁজে পাইনি আমি।"'[৬]

হামিদ বিন আদম আল-মারওয়াজি ﵀ বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ বিন মুবারককে বলতে শুনেছি, "আমি আবু হানিফার চেয়ে অধিক আল্লাহভীরু আর কাউকে দেখিনি।"'[৭]

মুহাম্মাদ বিন বিশর ﵀ বলেন, 'আমি আবু হানিফা ﵀ ও সুফইয়ান ﵀-এর কাছে মতানৈক্য পেশ করতাম। আবু হানিফার কাছে আসলে তিনি বলতেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" আমি বলতাম, "সুফইয়ানের কাছ থেকে এসেছি।" তিনি বলতেন, "তুমি তো এমন ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছ, যদি আলকামা ও আসওয়াদও উপস্থিত হতেন, তাহলে তাদেরকেও তার মতো

৪. তাহজিবুল কামাল : ২৯/৪২০, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৬/৩৯৩।
৫. তারিখু বাগদাদ : ১৩/৩৪৬, তাহজিবুল কামাল : ২৯/৪৩৪।
৬. তারিখু বাগদাদ : ১৩/৩৪২-৩৪৩, মানাকিবু আবি হানিফা লিল মুয়াফফিক : ১/২৮২, তাহজিবুল কামাল : ২৯/৪৩০।
৭. তাহজিবুল কামাল : ২৯/৪৩৭, মানাকিবু আবি হানিফা লিল মুয়াফফিক আল-মাক্কি : ১/১৭৭।

মানুষের দ্বারস্থ হতে হতো।" অতঃপর সুফইয়ানের নিকট এলে বলতেন, "তুমি কার কাছ থেকে এসেছ?" আমি বলতাম, "আবু হানিফার কাছ থেকে এসেছি।" তিনি বলতেন, "তুমি তো দুনিয়ার সবচেয়ে পণ্ডিত ও ফিকহ-বিশারদের কাছ থেকে এসেছ।"[৮]

শাদ্দাদ বিন হাকিম ﵀ বলেন, 'আমি আবু হানিফা ﵀-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি।'[৯]

মক্কি বিন ইবরাহিম ﵀ আবু হানিফা ﵀-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'তিনি তৎকালের সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।'[১০]

মিসআর বিন কিদাম ﵀ বলেন, 'আমি আবু হানিফা ﵀-এর সাথে দেখা করার জন্য তার মসজিদে গেলাম। দেখলাম, তিনি ফজরের সালাত আদায় শেষে মসজিদে বসে বসে মানুষকে জোহর পর্যন্ত শরিয়তের ইলম শিক্ষা দেন। অতঃপর জোহরের সালাত আদায় করে ইশার সালাত পর্যন্ত মানুষদের নিয়ে বসে থাকতেন। এই অবস্থা দেখে মনে মনে বললাম, এই ব্যক্তি ইবাদতের সময় পায় কীভাবে?! আজ রাতে তাকে পর্যবেক্ষণ করব। অতঃপর আমি তাকে রাতের বেলা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। যখনই রাত্রি গভীর হতে লাগল, সাথে সাথে তিনি মসজিদে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সকাল পর্যন্ত ইবাদতে মশগুল রইলেন। অতঃপর ফজরের সালাত আদায় করে আবার ইশা পর্যন্ত মানুষজনকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিতে লাগলেন। এরপর আবার প্রথম রাতের মতো পরের রাতেও ইবাদতে রত রইলেন। এভাবে কয়েকদিন তাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম। দেখলাম, তিনি একই পদ্ধতিতে আমল করে যাচ্ছেন। অতঃপর প্রতিজ্ঞা করলাম, মৃত্যু পর্যন্ত তার থেকে আমি আলাদা হব না।'

মিসআর ﵀ সম্পর্কে পরবর্তীকালে বলা হতো, 'মিসআর ইমাম আবু হানিফা ﵀-এর মসজিদে সিজদারত অবস্থায় মারা গেছেন।'[১১]

৮. তারিখু বাগদাদ : ১৩/৩৪৪, তাহজিবুল কামাল : ২৯/৪৩১।
৯. তারিখু বাগদাদ : ১৩/৩৪৫, তাহজিবুল কামাল : ২৯/৪৩২।
১০. তারিখু বাগদাদ : ১৩/৩৪৫, তাহজিবুল কামাল : ২৯/৪৩৩।
১১. তারিখু বাগদাদ : ১৩/৩৫৬, মানাকিবু আবি হানিফা লিল মুয়াফফিক : ১/২০৮।